

ডিসেম্বর ২০২১	৩য় বর্ষ	সংখ্যা ৩৮
---------------	----------	-----------

gwbwE mrvqZv I mvov cÖtîbi Ask wntmte, BDwbmtdi Aw_@ I Kwii Mwi mn†hwMZvq Önkÿv cÖtî i Ö Avl Zvq †Kv÷ dvD†Ükb †i wn½v wkî † i cÖtî cÖqK Ges AbvbÿwbK wkÿv cÖb Ki †Q| K'v=ú-14 †Z †Kv÷ dvD†Ükb†bi 84 wJ j wb@mwUvi i †q†Q| thLv†b 4693 Rb wkÿv_x@vbw`~vqK cwi †etk gwbm=§Z wkÿv MÖY Ki †Q|



gKuyhZæ†j w†Z c†i th Kv†i v Rwb

হামিদা বেগম এবং মৃত নূর হোসেনের মেয়ে রেজিয়া বেগম (১৪)। বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী শিবির কক্সবাজারের ক্যাম্প ১৪-এ বর্তমানে মায়ের তার সাথে বসবাস করছে। বাংলাদেশে আসার পূর্বে তারা মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মংডুর ঝিনমন খালি গ্রামে বাস করত। তার বাবা নূর হোসেন আগস্ট ২০১৭ সালে মিয়ানমারের বাহিনী দ্বারা নির্মমভাবে নিহত হয়েছিল। তার বাবার হত্যাকাণ্ড তার চোখের সামনে ঘটেছিল যা সহ্য করতে না পারায় তিনি তার বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন।



†i wRqv†K Kv†k evowZ mgq i hZab†q wkL††Ob Zvi wkÿK †i vgr Ar³vi | Qwet igRib-wcI , Zwi Lt 16.11.2021, wK j wbs tmUvi . K'v=ú-14

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বেশিরভাগ পরিবারই রোজিয়াদের মত মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ২০১৭ সালের গণহত্যার শিকার যেখানে মানবাধিকার, শিশুদের অধিকার, নারীর অধিকারের মতো মৌলিক অধিকারগুলি সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘিত হয়েছিল। বাকরুদ্ধ রোজিয়াকে নিয়ে তার মা অজানা ভয়ে পড়ে যান এবং এই পরিবারটি তাদের জীবন বাঁচাতে ২০১৭ সালে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। রোজিয়াকে নিয়ে তার মা বাংলাদেশ চলে আসার সময় তার অক্ষমতার কারণে সীমিত অতিক্রম করা ও খুব কঠিন ছিল। বাংলাদেশে প্রবেশের পর তার মা তার মেয়েকে নিয়ে আরো চিন্তিত হয়ে পড়েন কিভাবে চিকিৎসা বা নিরাময় করা যায়। প্রতিটি মানব শিশু সমান অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তার মা (হামিদা বেগম) বলেন, *Ö†m Ab`wkî † i g†Zv Av†i †y Af`lbg| tm Kv†i v m†_ igk†Z P†q bv, tm ue†Yab†j , GgbwK tm F††j v††te K_v ej †Z† P†q bv Ges Zvi mig†b Zvi e†evi nZ'vi K_v tm F††Z c††i bvÖ*

রেজিয়ার তথ্য পাওয়ার পর, হোস্ট শিক্ষিকা রোমা আক্তার, বার্মিজ শিক্ষক নূর আয়েশা এবং প্রোগ্রাম অর্গানাইজার তার মায়ের সাথে ঘন ঘন যোগাযোগ করেন। অনেক বুঝানোর পর তারা তাকে কোস্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত এবং ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় নির্মিত ক্যাম্প-১৪ এ ডাক শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি করেন। কোস্ট ফাউন্ডেশন রোহিঙ্গা শিবিরে শিক্ষা নিয়ে কাজ করে এমন অন্যান্য সংস্থার মধ্যে একটি। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা নিশ্চিত করে প্রতিটি শিশুর জীবনে আমূল পরিবর্তন আনাও আমাদের কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। শিক্ষিকা রোমা আক্তার ও নূর আয়েশা দুজনেই তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। লানিং সেন্টারে ক্লাস চলাকালীন রুমা আক্তার তাকে বাড়তি যত্ন নেন যাতে সে বাকি শিক্ষার্থীদের সাথে একযোগে চলতে ও শিখতে পারে।



†i wRqv Ab'ib`wkî † i gZ Kv†k emWvi KvR e'vL'v Ki †Q| Qwet igRib-wcI , Zwi Lt 23.11.2021, wK j wbs tmUvi , K'v=ú-14

রোজিয়া এখন নিয়মিত লানিং সেন্টারে যায়, সে আগের মতো বিষণ্ণ নয়, সবার সঙ্গে খেলছে এবং ঠিকমত কথা বলতে পারে বলে জানান তার মা হামিদা বেগম। অবশেষে, রেজিয়ার মা তার মেয়েকে নিবিড় পরিচর্যা করে মানসিক ভারসাম্যহীনতা দূর করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করার জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশন এবং সম্পর্কিত শিক্ষকদের কে ধন্যবাদ জানান।

কোস্ট ফাউন্ডেশন ক্যাম্প ভিত্তিক মূল ধারার শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রতিবন্ধী শিশুদের বিভিন্ন এলসিতে ভর্তি করে পড়াশুনা চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে আসছে। বর্তমানে মোট ৩৮ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ইতিমধ্যেই ক্যাম্প ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দিলীপ ভৌমিক সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার (এসটিও) এবং কোস্ট শিকা কর্মসূচীর প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি ফোকাল বলেন, "এইভাবে,

